

 **RvZxq gvbevwaKvi Kwgkb**

(2009 mv‡ji RvZxq gvbevwaKvi Kwgkb AvBb Øviv cÖwZwôZ GKwU mswewae× ¯^vaxb ivóªxq cÖwZôvb)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, XvKv-121৫

B-‡gBjt info@nhrc.org.bd

¯§viK bs: এনএইচআরসিবি/‡cÖm:weÁ:/-২৩৯/১৩- 9১ তারিখঃ ১৬ এপ্রিল ২০২০

**প্রেস বিজ্ঞপ্তি-**

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি বলেন, প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ব্যাপক সংক্রমণ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটিকে বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে ঘোষণা করেছে। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশও করোনা ভাইরাসের ক্রমাগত সংক্রমণে এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

বিভিন্ন গবেষনা ও তথ্য উপাত্ত থেকে এটি প্রতীয়মান, যেকোন দুর্যোগ, বিপর্যয় বা মহামারীতে নারী-শিশু, প্রতিবন্ধী এবং হিজড়াসহ অনগ্রসর জনগোষ্ঠী অধিকতর ঝুকি বা দুরবস্থায় থাকেন। করোনা ভাইরাসের এই সংকটকালীন সময়ও এর ব্যাতিক্রম নয়। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে ঘরে থাকার কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে সকলে একসাথে ঘরে থাকার কারণে নারীকে অধিকাংশ সময়ই রান্না ঘরে কাটাতে হয়। পরিবারে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সেবা সশ্রুষার দায়িত্বটিও অবধারিতভাবে নারীকেই পালন করতে হয়। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ পুরুষ-সদস্যই গৃহস্থালী কাজে নারীর পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন না।

অপরদিকে, লক ডাউনের ফলে দিনমজুর শ্রেণীর কোন কর্ম না থাকায় তাদের প্রত্যেককে তালিকাভুক্ত করে ত্রাণ বিতরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কঠোর অনুশাসন সত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটছে যা কাম্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণের সময় জনসমাগমের ফলে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকিও বেড়ে যাচ্ছে। কমিশন মনে করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে দিনমজুর এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত কর্মহীন মানুষের তালিকা তৈরি এবং অসহায় নারী-শিশু-প্রতিবন্ধী-হিজড়াসহ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে  তাদের বাড়িতে বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেয়া এখন সময়ের দাবি। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী, ধনাঢ্য ব্যক্তি যারা এগিয়ে আসছেন তাদের সকলকে কমিশন সাধুবাদ জানায়।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদচিত্র থেকে কমিশন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে করোনার এই দুর্যোগ পরিস্থিতিতেও নারী এবং শিশুদের পারিবারিক সহিংসতার পাশাপাশি বিভিন্ন যৌনবিকৃত মানুষের দ্বারা যৌন সহিংসতার শিকার হতে হচ্ছে। কমিশন আরো লক্ষ্য করছে  করোনা আক্রান্ত রোগীর পাশাপাশি সাধারণ রোগীদের অনেকে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না; বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেন যা‌ মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

কমিশন মনে করে, এক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক অভিযোগ গ্রহণ সম্পর্কিত হটলাইন সার্ভিসসমূহ চালু রেখে নিবিড় পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে জরুরী স্বাস্থ্যসেবা ও আইনগত সেবা নিশ্চিতকরণসহ করোনা রোগীর চিকিৎসা সেবার সাথে জড়িত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, করোনা আক্রান্ত রোগীরা অচ্ছুৎ কেহ নন। যেকেউ যেকোনো সময় এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। সুতরাং 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে'- এটি মনে রেখে করোনা আক্রান্তদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে হবে। কমিশন তাদের দ্রুত রোগ মুক্তির প্রার্থনা করে। ইতোমধ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী ডাক্তারসহ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রত্যেকের আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে কমিশন।

কমিশন সকল পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের ধৈর্য্য ধরে করোনার এই বৈশ্বিক বিপর্যয়কে মোকাবেলা করার অনুরোধ জানাচ্ছে। কমিশন মনে করে জাতীয় এই মানবিক দুর্যোগ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সকলে ঘরে থাকবো, স্বাস্থ্যবিধি এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলবো। পরিবারের সকলে সৌহার্দ ও আন্তরিকতার সাথে গৃহ-কাজে অংশগ্রহণসহ নারী-শিশু ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা সুরক্ষায় একসাথে কাজ করবো।

আসুন সকলে স্বাস্থ্যবিধি, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলি, নিরাপদে ঘরে থাকি। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও গোটা বিশ্বকে নিরাপদ রাখি। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা, সচেতনতা ও মানবিক আচরণের মাধ্যমে করোনা যুদ্ধে আমাদের নিশ্চিত জয় হবে ইনশাআল্লাহ। আঁধার কেটে আলো আসবেই।

ধন্যবাদান্তে,

ফারহানা সাঈদ

জনসংযোগ কর্মকর্তা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন